দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

CC Report

শিক্ষায় আফগান নারীদের প্রধান বাধা পুরুষ

আফগানিস্তানে তালিবান শাসনের অবসান হয়েছে ছয় বছর আগে। তা সত্ত্বেও নারী শিক্ষায় অগ্রগতি তেমন একটা আসেনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত এ মুসলিম অধ্যুষিত দেশটিতে। কারণ একটিই– আর তা হলো দীর্ঘদিনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক রীতিনীতি। একে পুঁজি করেই ধর্মীয় গোড়ামির পাশাপাশি রাষ্ট্র ক্ষমতা কব্জা করেই নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ করেছিল তালিবান সরকার। মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের রাষ্ট্র ক্ষমতাসীন তালিবান জঙ্গিরা সে সময় ১৩০ টি স্কুল পুড়িয়ে ফেলে। হত্যা করে ১০৫ জন ছাত্র-শিক্ষককে। নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে বন্ধ হয়ে যায় ৩০৭টি স্কুল। ভস্মীভূত স্কুলগুলোর অধিকাংশই গার্লস স্কুল। এবং তার মধ্যে বেশিরভাগই দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশের। সর্বশেষ বর্তমান কারজাই সরকারের আমলেও বিশেষ করে নারী শিক্ষা নিরুৎসাহিত করতে তালিবানদের চোরাগোপ্তা হামলা থেমে নেই। এইতো ২০০৭ সালের জুনে কাবুলের অদূরে লোগার প্রদেশের মধ্যাঞ্চলে ঘটে গেল এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। এখানকার স্কুল ছুটি শেষে ছাত্রীরা হেঁটে যার যার বাড়ি ফিরছিল। এরই মধ্যে ঝড়ের বেগে মোটর সাইকেল চালিয়ে এলো দুইজন বন্দুকধারী। মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠলো বন্দুক। লুটিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালো তিন স্কুলছাত্রী।

সে ঘটনায় চোখের সামনে প্রাণ হারায় ১২ বছর বয়সী লিদা আহমাদের এক বোন। তার ভাষায়, প্রতিদিন রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে স্কুলে যাতায়াত করি। আমি ভিত। তা সত্ত্বেও আমার দৃঢ় পণ আমি ডাক্তার হবো। আমি স্কুল ভালবাসি। কারণ সেখানে প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিখছি। আর এ শিক্ষাই আমাকে একদিন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাবে। এছাড়া শিক্ষার পাশাপাশি আমি আমার দেশকেও রক্ষা করতে পারি। লিদার মতো এমন অনেক নারী শিশু শিক্ষার আলো পেতে চায়। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব?

আফগানিস্তানের সামাজিক অবকাঠামো অনুযায়ী নারী শিক্ষার প্রথম বাধা নিজ গৃহে। মেয়ে স্কুলে গিয়ে বিশেষ করে পুরুষ শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করুক এমনটি স্থানীয় বেশিরভাগ অভিভাবক চান না। তাদের মতে, পুরুষ শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করার চেয়ে নিরক্ষর থাকাও ভাল। ফলে নারী শিক্ষা যেমন প্রসার লাভ করেনি ঠিক একই কারণে নারী শিক্ষকের সংখ্যাও আশাব্যঞ্জক হারে বাড়ছে না। এক্ষেত্রে হেরাত প্রদেশের কারোখ জিলা গার্লস হাইস্কুলের কথাই ধরা যাক। স্কুলটিতে ছাত্রীর সংখ্যা দেড় হাজার। ২৩ জন শিক্ষিকার মধ্যে মাত্র দুইজন স্নাতক ডিগ্রিধারী। বাকি শিক্ষিকাদের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষিকাও রয়েছেন স্কুলটিতে। সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষা সরঞ্জাম ও প্রতিষ্ঠানের অভাবে শুধু নারী শিক্ষাই নয়, সাধারণ শিক্ষাও তেমন একটা বিকাশ লাভ করেনি আফগানিস্তানে। এ প্রসঙ্গে হেরাতের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক গোলাম হযরত তানহার মতে, বিশেষ করে নারী শিক্ষার অন্তরায় হচ্ছে অপহরণ, শিরচ্ছেদ ও অপরাপর অপরাধমূলক তৎপরতা। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, নারীরা শিক্ষিত হলে শিক্ষিত হবে তাদের সন্তানরাও। এছাড়া প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী হানিপ আতমার বলেন, সমাজে নারীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অথচ তাদের জন্য শিক্ষার নেই অনুকূল পরিবেশ।

(টাইম অবলম্বনে জাকিরুল ইসলাম)